নয়টি প্রশ্নের উত্তর

মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

www.ahlehadeethbd.org

নয়টি প্রশ্নের উত্তর

মূল : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদ : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
ভূমিকা		৪
প্রশ্ন-১	‘তুমি কুরআন থেকে নাও যা তুমি চাও, যেজন্য চাও’ হাদীছটির ব্যাখ্যা কি?	৫
প্রশ্ন-২	আহলে কুরআনদের দাবী ‘কুরআনই যথেষ্ট হাদীছের প্রয়োজন নেই। কেননা কুরআনে সবকিছু বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে’ -তাদের এই দাবীর জওয়াব কি?	৭
প্রশ্ন-৩	কোন হাদীছ যদি কুরআনের বিরোধী হয়, তাহ’লে সে হাদীছ অগ্রাহ্য হবে। যেমন ‘পরিবারের ক্রন্দনে মাইয়েতের কবরে আযাব হয়’ মর্মের হাদীছটি গ্রহণযোগ্য নয়। একথার জওয়াব কি?	৯
প্রশ্ন-৪	বাজার-ঘাটে চালু কুরআনের ক্যাসেটের প্রতি মনোযোগ না দিলে গোনাহগার হ’তে হবে কি?	১৪
প্রশ্ন-৫	‘আল্লাহ শ্রেষ্ঠ কৌশলী’-এ আয়াতের ব্যাখ্যা কি?	১৫
প্রশ্ন-৬	‘যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীন তালাশ করে, কখনোই তা কবুল করা হবে না’... এবং ‘মুসলিম, ইহুদী, ছাবেঈ ও নাছারাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের কোন ভয় নেই’-দুই বিপরীত মর্মের আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের পথ কী?	১৬
প্রশ্ন-৭	‘আমরা তাদের অন্তরের উপর আবরণ টেনে দিয়েছি, যাতে ওরা কুরআন বুঝতে না পারে’-এ আয়াতের মধ্যে জাবরিয়া তথা অদৃষ্টবাদীদের দলীল রয়েছে, কথাটা কি ঠিক?	১৮
প্রশ্ন-৮	কুরআনে চুম্বন দেওয়ার হুকুম কি?	২২
প্রশ্ন-৯	কুরআনে কারীমের তাফসীর কিভাবে করা ওয়াজিব?	২৭

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

॥ প্রশ্নোত্তর সমূহ ॥

প্রশ্ন-১ : মাননীয় শায়েখ! আমরা একটি ছোট পুস্তিকায় একটি হাদীছ পাঠ করেছি। যেখানে বলা হয়েছে, خُذْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شِئْتَ لِمَا شِئْتَ 'তুমি কুরআন থেকে নাও যা তুমি চাও, যেজন্য চাও'। এ হাদীছটা কি ছহীহ? আমাদেরকে বুঝিয়ে বলুন! আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন!

উত্তর : হাদীছটি কিছু লোকের মধ্যে বহুল প্রচারিত। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় যে হাদীছ শাস্ত্রে এর কোন ভিত্তি নেই।[১] অতএব এটা বর্ণনা করা এবং একে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্বন্ধ করা জায়েয নয়। অতঃপর হাদীছটির বিস্তৃত অর্থ যা কিছুকে শামিল করে তা বিশুদ্ধ নয় এবং ইসলামী শরী'আতে তা আদৌ প্রমাণিত হয় না। যেমন ধরুন, আমি যদি আমার ঘরের আঙিনায় বসে থাকি এবং রূযির জন্য কোনরূপ কাজ না করি এবং আমি যদি আমার প্রভুর নিকটে খাদ্য প্রার্থনা করি যেন তিনি আমার উপরে আসমান থেকে তা নাযিল করেন। কেননা আমি কুরআন থেকে এটা নিয়েছি।-একথা কি কেউ বলবে?

এটি বাতিল কথা মাত্র। সম্ভবতঃ এটা কোন কর্মবিমুখ অলস ছূফীর তৈরী করা কথা হবে। যারা তাদের হুজরায় বসে থাকায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং একে তারা 'রিবাত্বাত' (الرِّباطات) বলে অভিহিত করে (বাংলাদেশে 'মোরাকাবা' বলে)। তারা সেখানে বসে থাকে আর আল্লাহ্‌র পাঠানো রূযির অপেক্ষা করতে থাকে, যা কোন লোক তার জন্য নিয়ে আসবে। অথচ এটি কোন মুসলিম ব্যক্তির স্বভাব হ'তে পারে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলমানদের গড়ে তুলেছিলেন উঁচু হিম্মত ও আত্মসম্মান বোধের উপরে। তিনি বলেছেন, الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ– 'উপরের হাত নীচের হাতের চাইতে উত্তম। উপরের হাত হ'ল ব্যয়কারী এবং নীচের হাত হ'ল সওয়ালকারী'।[২]

১. (لا أصل له فيما أعلم) সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৫৭।

২. বুখারী হা/১৪২৯; মুসলিম হা/১০৩৩; মিশকাত হা/১৮৪৩ 'যাকাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪।

কিছু কিছু দুনিয়াত্যাগী ও ছূফী ব্যক্তির বিস্ময়কর কেচ্ছা-কাহিনী আমরা শুনতে পাই। আমরা আলোচনা দীর্ঘ না করে উদাহরণ স্বরূপ একটা ঘটনা পেশ করতে চাই।

ছূফীদের ধারণা মতে তাদের একজন ব্যক্তি পৃথিবী ভ্রমণে বের হয় পাথেয়শূন্য অবস্থায়। কিন্তু খেতে না পেয়ে সে মরার উপক্রম হয়। এমতাবস্থায় সে দূরে একটি গ্রাম দেখতে পেল। অতঃপর সেখানে গেল। ঐদিন ছিল জুম‘আর দিন। সে তার ধারণা অনুযায়ী যেহেতু আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা করে সে সফরে বের হয়েছে এবং এই ভরসায় যাতে কোনরূপ কমতি দেখা না দেয়, সেজন্য সে নিজেকে লোকচক্ষুর আড়াল করে মিম্বরের নীচে লুকিয়ে রইল। তার অন্তর একথা বলছিল, যেন কেউ না কেউ তাকে বুঝে ফেলে। কিছু পরে খতীব খুৎবা দিলেন। কিন্তু ঐ ছূফী জামা‘আতে ছালাত আদায় করল না। ইতিমধ্যে খতীব খুৎবা ও ছালাত শেষ করেছেন এবং মুছল্লী সবাই একে একে বের হ’তে শুরু করেছেন। লোকটি বুঝতে পারল যে, সম্ভবতঃ মসজিদ খালি হয়ে গেল। সত্বর দরজা সমূহ বন্ধ হয়ে যাবে এবং সে একাকী মসজিদে খানাপিনা ছাড়াই পড়ে থাকবে। তখন উপায়ান্তর না দেখে বেচারা ছূফী কাশি দিতে থাকলো। যাতে লোকেরা তার উপস্থিতি টের পায়। তার কাশির আওয়ায শুনে মুছল্লীদের দৃষ্টি পড়ল। দেখা গেল যে, সে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় হাড্ডিসার অবস্থায় পড়ে আছে। তখন তারা তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল ও খানাপিনার ব্যবস্থা করল। লোকেরা তাকে বলল, হে অমুক! তুমি কে? ছূফী বলল, أَنَا زَاهِدٌ مُتَوَكِّلٌ عَلَى اللهِ ‘আমি একজন দুনিয়াত্যাগী, আল্লাহ্‌র উপরে ভরসাকারী’। লোকেরা বলল, তুমি কিভাবে বলছ আল্লাহ্‌র উপরে ভরসাকারী? অথচ তুমি মরতে বসেছিলে? যদি তুমি আল্লাহ্‌র উপরে ভরসাকারী হ’তে, তাহ’লে কারু কাছে চাইতে না। আর তোমার উপস্থিতি জানাবার জন্য কাশতে না। এভাবেই তোমার পাপে তুমি মরে যেতে’।

এটাই হ’ল দৃষ্টান্ত, যা এইসব জাল হাদীছের পরিণাম হিসাবে পরিদৃষ্ট হয়। মোট কথা এই হাদীছের কোন ভিত্তি নেই।[৩]

৩. প্রিয় পাঠক! বাংলাদেশে প্রচলিত তাবীযের বইগুলি দেখুন। কুরআনের আয়াত ও সূরায় ভরা মাদুলীগুলো দেখুন। তাছাড়া মকছূদোল মুমেনীন, নেয়ামুল কোরআন প্রভৃতি বইগুলি দেখুন। কুরআনকে এরা ঔষধের কিতাব বানিয়ে ছেড়েছে। যা বিক্রি করে এরা দু’পয়সা

উত্তর : হাদীছটিকে রদ করা কুরআন দ্বারা সুন্নাহকে রদ করার সমপর্যায়ভুক্ত। যা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার শামিল। এক্ষণে হাদীছটির জওয়াবে আমি বিশেষ করে ঐসব লোকদের বলব, যারা 'হাদীছে আয়েশা' থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন- তা হ'ল এই যে, **প্রথমতঃ** হাদীছের দিক দিয়ে একে রদ করার কোন সুযোগ নেই দু'টি কারণে।- এক. হাদীছটি ছহীহ সনদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

দুই. ইবনে ওমর একা নন। বরং তাঁর পিতা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব এবং হযরত মুগীরাহ বিন শো'বা (রাঃ) থেকে ছহীহায়নে উক্ত তিনজন ছাহাবীর বর্ণনা এসেছে। অতএব কেবল কুরআনের সাথে বিরোধ হওয়ার দাবী করে এ হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ নেই।

দ্বিতীয়তঃ ব্যাখ্যাগত দিক দিয়ে, বিদ্বানগণ হাদীছটিকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এক- এ হাদীছ ঐ মাইয়েতের উপরে প্রযোজ্য, যিনি তার জীবদ্দশায় জানতেন যে, তার মৃত্যুর পরে তার পরিবারের লোকেরা শরী'আত বিরোধী কাজকর্ম করবে। অথচ তিনি তাদেরকে সেগুলি না করার উপদেশ দিয়ে যাননি। ফলে তাদের বেশরা কান্নাকাটি উক্ত মাইয়েতের জন্য আযাবের কারণ হবে।

الميت শব্দের প্রথমে ال বৃদ্ধি দ্বারা সাধারণভাবে সকল মাইয়েতকে বুঝানো হয়নি। বরং কেবল ঐসব মাইয়েতকে বুঝানো হয়েছে, যারা তাদের ওয়ারিছগণকে শরী'আত বিরোধী কাজকর্ম করতে নিষেধ করে যায়নি। এখানে ال এসেছে عهدى অর্থাৎ 'নির্দিষ্টবাচক' হিসাবে, استغراقى অর্থাৎ 'সমষ্টিবাচক' হিসাবে নয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করে গেছে, যেন তার মৃত্যুর পরে উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি করা না হয় এবং এযুগে যেসব বেশরা ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ পালন করা হয়, তা যেন করা না হয়, তার কবরে আযাব হবে না। কিন্তু যদি উক্ত মর্মে অছিয়ত না করে যায় (এবং পরিবারের লোকেরা বেশরা কাজ করে), তবে উক্ত ব্যক্তির কবরে আযাব হবে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অছিয়ত করে গেছে যেন তার মৃত্যুতে উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি-আহাজারী না করা হয় এবং শরী'আত বিরোধী কোন অনুষ্ঠানাদি না করা হয়, যা এযুগে করা হয়ে থাকে, তাহ'লে উক্ত ব্যক্তির কবরে আযাব

হবে না। তবে যদি অছিয়ত না করে যায় বা উপদেশ না দিয়ে যায়, তাহ'লে আযাব হবে।

এ ব্যাখ্যা হ'ল ইমাম নববী ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণের ব্যাখ্যার অনুরূপ। এই ব্যাখ্যা জানার পর এখন আর অত্র হাদীছের সঙ্গে কুরআনের আয়াত وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى 'একের পাপের বোঝা অন্যে বইবে না'-এর সাথে কোন বিরোধ রইল না। কেননা বিরোধ কেবল তখনই হবে, যখন হাদীছটির অর্থ সাধারণভাবে সকল মাইয়েতের জন্য প্রযোজ্য বলা হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক মাইয়েতই আযাবপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু যখন বিশেষ বিশেষ মাইয়েতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, অর্থাৎ শরী'আত বিরোধী কাজকর্ম থেকে স্বীয় পরিবার ও দলের লোকদের নিষেধ করে যাবে না, কেবল তাদেরই কবরে আযাব হবে- এমত ক্ষেত্রে অত্র হাদীছের সঙ্গে কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে আর কোন বিরোধ থাকবে না। মোটকথা উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি ইত্যাদি বেশরা কাজে নিষেধ না করে যাওয়াটাই তার কবর আযাবের কারণ হবে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হ'ল যা শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) তাঁর কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এখানে আযাবের অর্থ কবরের আযাব বা আখেরাতের আযাব নয়। বরং এর অর্থ হ'ল ব্যথাহত হওয়া, মর্মাহত হওয়া। অর্থাৎ মাইয়েত তার পরিবারের লোকদের উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি ও আহাজারিতে দুঃখিত ও বেদনাহত হন। শায়খুল ইসলামের এই ব্যাখ্যা সঠিক হ'লে কুরআনের আয়াতের সঙ্গে অত্র হাদীছের বিরোধের সামান্য সন্দেহটুকুরও মূলোৎপাটন হয়ে যায়।

কিন্তু আমি বলব যে, এই ব্যাখ্যা দু'টি বাস্তব বিষয়ের পরিপন্থী। যার কারণে প্রথম ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করা ব্যতীত আমাদের আর কোন পথ থাকে না। **প্রথম বিষয়টি হ'ল :** হযরত মুগীরাহ বিন শো'বা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি, যা আমরা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি। যা পরিষ্কারভাবে বলে দেয় যে, এই আযাবের অর্থ দুঃখবোধ নয়; বরং এর অর্থ জাহান্নামের আযাব। তবে যদি আল্লাহ তাকে মাফ করেন, সেকথা স্বতন্ত্র। কেননা তিনি বলেছেন- إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরকের গোনাহ মাফ করেন না। এতদ্ব্যতীত সকল গোনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি মাফ করে থাকেন' *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*।

(আ'রাফ ৭/১৯৪)। إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ‘আর যদি তোমরা ওদের ডাকো, ওরা তোমাদের ডাক শুনতে পাবে না’ *(ফাত্বির ৩৫/১৪)*।

এক্ষণে মোদ্দাকথা হ’ল, মৃত্যুর পরে কোন মাইয়েত শুনতে পায় না। কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে যেখানে বিশেষ দলীল এসেছে। যেমন ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি মাইয়েতের লোকদের জুতার আওয়ায শোনা বিষয়ে। এখানেই আলোচ্য প্রশ্নের জওয়াব শেষ হ’ল।

প্রশ্ন-৪ : যখন পবিত্র কুরআনের ক্যাসেট চালু থাকে, তখন যদি সেখানে উপস্থিত কোন লোক অন্য কথায় মশগুল থাকার কারণে কুরআন শোনার প্রতি মনোযোগ না দেয়, তাহ’লে এই না শোনার হুকুম কি? যিনি শুনছেন না তিনি গোনাহগার হবেন, না যিনি ক্যাসেট চালু রেখেছেন তিনি দায়ী হবেন?

উত্তর : মজলিসের ভিন্নতার কারণে অত্র বিষয়টির জওয়াব ভিন্নরূপ হবে। যদি মজলিসটি ইলম, যিকর ও তেলাওয়াতে কুরআনের হয়, তাহ’লে এই মজলিসে উপস্থিত সকলকে সেদিকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া ওয়াজিব হবে। যদি কেউ না দেয়, তাহ’লে সে গোনাহগার হবে আল্লাহ্র এই নির্দেশের বিরোধিতার কারণে- وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ‘যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো, সম্ভবতঃ তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে’ *(আ'রাফ ৭/২০৪)*। পক্ষান্তরে যদি মজলিসটি ইলম, যিকর ও তেলাওয়াতের না হয়, বরং সাধারণ মজলিস হয়, যেমন মানুষ বাড়ীতে কাজ করে বা পড়ায় বা নিজে পড়াশুনা করে, এমতাবস্থায় ক্যাসেট চালু করা বা উচ্চকণ্ঠে তেলাওয়াত করা জায়েয নয়। যা বাড়ীতে বা কোন বৈঠকে অবস্থানরত ব্যক্তির কানে পৌঁছে যায়। ঐ ব্যক্তিগণ এসময় কুরআন শুনতে বাধ্য নয়। কেননা তারা এজন্য বসেনি। অতএব তখন দায়ী হবে যে ব্যক্তি উঁচু স্বরে ক্যাসেট চালু করেছে এবং অন্যকে তার আওয়ায শুনাচ্ছে। কেননা এর দ্বারা সে লোকদের উপরে সংকীর্ণতা আরোপ করেছে এবং তাদেরকে কুরআন শুনতে বাধ্য করেছে এমন অবস্থায় যে তারা তখন এজন্য প্রস্তুত নয়।

এর বাস্তব উদাহরণ হ’ল, আমাদের মধ্যে যখন কেউ রাস্তায় চলেন, তখন তিনি ঘি বিক্রেতা, মরিচ বিক্রেতা বা কুরআনের ক্যাসেট বিক্রেতাদের নিকট থেকে উচ্চৈঃস্বরে কুরআনের ক্যাসেটের আওয়ায শুনতে পাবেন, যা রাস্তা মাতিয়ে রাখে। যেখানেই আপনি যাবেন, এ আওয়ায শুনবেন।

উদাহরণ স্বরূপ কাদিয়ানীদের কথা বলি, যারা আজকাল ইউরোপ-আমেরিকায় ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছে। কিন্তু যে ইসলামের দিকে তারা দাওয়াত দিচ্ছে, তাতে ইসলামের কিছু নেই। কেননা তারা বলে থাকে যে, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরেও নবীগণ আসবেন। ফলে ঐসব ইউরোপ-আমেরিকানদের কাছে কাদিয়ানী ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত ইসলামের দাওয়াত তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না।

এক্ষণে উপরের বক্তব্যগুলি দুই প্রকারের। এক প্রকারের ঐসব লোক যারা তাদের পূর্বধর্মে নিষ্ঠাবান ছিল, তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا আয়াতটি *(মায়েদাহ ৫/৬৯)*।

দ্বিতীয় প্রকারের লোক তারাই যারা এই দ্বীন ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে, যেমন আজকাল বহু মুসলমানের মধ্যে দেখা যায়, তাদের বিরুদ্ধে দলীল প্রতিষ্ঠিত হবে (অর্থাৎ তাদের থেকে কোন কিছুই কবুল করা হবে না)। অতঃপর যাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত আদৌ পৌঁছেনি, চাই তা ইসলাম আগমনের পরে হৌক বা পূর্বে হৌক, তাদের জন্য আখেরাতে আল্লাহ্র বিশেষ ব্যবস্থাপনা থাকবে। আর সেটা এই যে, তাদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ তাদের কাছে একজন রাসূলকে পাঠাবেন। যেমন দুনিয়াতে তাদের পরীক্ষার জন্য রাসূল পাঠানো হয়েছিল। অতঃপর যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিনের ভয়ংকরতার মধ্যে রাসূলের দাওয়াতে সাড়া দিবে ও তার আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১৬]

প্রশ্ন-৭ : আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْ آذَانِهِمْ وَقْراً 'আমরা তাদের অন্তরের উপর আবরণ টেনে দিয়েছি যাতে ওরা কুরআন বুঝতে না পারে এবং ওদের কানে বধিরতা এঁটে দিয়েছি'... *(আন'আম ৬/২৫; কাহ্ফ ১৮/৫৭)*। **অনেকে এ আয়াতের মধ্যে জাবরিয়া মতবাদের গন্ধ পান। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?**

উত্তর : এখানে 'আমরা তাদের অন্তরের উপর আবরণ টেনে দিয়েছি' অর্থ তাদের অন্তরে লুকানো কুফরী ও অবাধ্যতার 'প্রাকৃতিক আবরণ টেনে

১৬. আবু ইয়া'লা হা/৪২২৪; বায্যার, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪৬৮।

ভালোবাসার কোন নিয়ম-নীতি নেই- তারা বলবে, এতে আর এমন কি? অথচ তারা কুরআনের বিধানের উপরে আমল করে না। অতএব আমরা বলব, ‘যখন একটি বিদ‘আতের উদ্ভব হয়, তখনই একটি সুন্নাত মিটে যায়’।

এই বিদ‘আতের অনুরূপ আরেকটি বিদ‘আত হ’লঃ আমরা লোকদের দেখি এমনকি ঐসব ফাসেকদের, যাদের অন্তরে ঈমানের তলানিটুকুই কেবল অবশিষ্ট আছে, যখন তারা আযান শুনতে পায়, অমনি উঠে দাঁড়ায়। যদি আপনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, দাঁড়ালেন কেন? সে বলবে تعظيمًا لله عز وجل ‘মহান আল্লাহ্র সম্মানে’। অথচ তারা মসজিদে যাবে না। তারা তাদের তাস, পাশা, জুয়া ইত্যাদি খেলা নিয়ে মত্ত থাকবে। কিন্তু তারা ধারণা করে যে, এই দাঁড়ানোর মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রভুকে সম্মান করলাম। দাঁড়ানোর এই রীতি এল কোত্থেকে? এসেছে সেই ভিত্তিহীন জাল হাদীছের অনুসরণে إِذَا سَمِعْتُمُ الأَذَانَ فَقُوْمُوْا ‘যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন দাঁড়িয়ে যাবে’।[১৯]

উক্ত হাদীছটির একটি ভিত্তি রয়েছে। কিন্তু তা কিছু যঈফ ও মিথ্যা হাদীছ রচনাকারীদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। অত্র হাদীছে বর্ণিত قُوْمُوْا ‘তোমরা দাঁড়াও’ শব্দটি তারা ছহীহ হাদীছে বর্ণিত قُوْلُوْا ‘তোমরা বল’ শব্দ থেকে ‘বদল’ করেছে (অর্থাৎ ‘লাম’-কে ‘মীম’ বানিয়েছে)। সংক্ষেপে ছহীহ হাদীছটি হ’লঃ إِذَا سَمِعْتُمُ الْأَذَانَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ ‘যখন তোমরা আযান শোন, তখন তোমরা বল যেমন মুওয়াযযিন বলেন। অতঃপর আমার উপরে দরূদ পাঠ কর’...।[২০]

এঘটনায় তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, শয়তান কিভাবে মানুষের জন্য বিদ‘আতকে সুন্দরভাবে পেশ করেছে। আর তাকে আশ্বস্ত করেছে এই বলে যে, সে একজন ঈমানদার। সে আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহকে সম্মান করে। তার প্রমাণ হ’ল এই যে, সে যখন কুরআন হাতে নেয়, তখন তাতে চুম্বন দেয় এবং যখন আযান শোনে, তখন তার সম্মানে উঠে দাঁড়ায়!!

---

১৯. আবু নু‘আইম ২/১৭৪ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৭১১।

২০. মুসলিম হা/৩৮৪; মিশকাত হা/৬৫৭ ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘আযান ও আযানের জওয়াব দানের ফযীলত’ অনুচ্ছেদ।

কিন্তু প্রশ্ন হ'ল : ঐ ব্যক্তি কি কুরআনের উপর আমল করে? না। সে কুরআনের উপর আমল করে না। উদাহরণ স্বরূপঃ ঐ ব্যক্তি ছালাত আদায় করে। কিন্তু সে কি হারাম খায় না? সেকি সূদ খায় না? সে কি সূদ খাওয়ায় না? সে কি ঐসব প্রচার মাধ্যমের প্রসার ঘটায় না, যার দ্বারা জনগণের মধ্যে আল্লাহ্র অবাধ্যতা বৃদ্ধি পায়? এরূপ প্রশ্নের কোন শেষ নেই। সেকারণ আমরা আল্লাহ যেসব সৎকর্ম ও ইবাদাত সমূহ আমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন, তার উপরে দৃঢ় থাকি। তার উপরে একটি হরফও বৃদ্ধি করি না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ 'আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু নির্দেশ দান করেছেন, তার কোন কিছুই আমি তোমাদের নির্দেশ দিতে ছাড়িনি'।[২১]

অতএব এখন এই যে কাজ তুমি করছ, এর দ্বারা কি তুমি আল্লাহ্র নৈকট্য কামনা করো? যদি জবাব হয়- হাঁ, তাহ'লে তার দলীল রাসূলের কাছ থেকে নিয়ে এস। অথচ এর জবাব এই যে, সেখানে এর কোন দলীল নেই। তাহ'লে এটি বিদ'আত! আর প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

কেউ যেন এ বিষয়ে সমস্যায় না পড়ে এবং বলে যে, এ মাসআলাটি তো একটি নিম্নস্তরের মাসআলা। এতদসত্ত্বেও এটি ভ্রষ্টতা? এবং এই বিদ'আতকারী ব্যক্তি জাহান্নামী হবে? একথার জবাব দিয়েছেন ইমাম শাত্বেবী। তিনি বলেছেন, كل بدعة مهما كانت صغيرة فهى ضلالة 'প্রত্যেক বিদ'আত তা যতই ছোট হৌক না কেন তা ভ্রষ্টতা।'

এখানে ভ্রষ্টতার হুকুমটির দিকে দেখা হবে না, দেখা হবে এর স্থানের দিকে, যে স্থানে বিদ'আতটি সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তা হ'ল ইসলামী শরী'আত। যা সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব ছোট হৌক বড় হৌক কোনরূপ বিদ'আত সংযোজনের কোন সুযোগ সেখানে নেই। এখান থেকেই বিদ'আতের ভ্রষ্টতা এসেছে। কেবল নতুন উদ্ভবের কারণে নয়। বরং এর দ্বারা আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া বিধান সমূহের উপরে সংশোধনী আরোপ করা হয়।

---

২১. ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/১৬৪৭; আহমাদ ৫/১৫৩,১৬২; ছহীহাহ হা/১৮০৩।

প্রশ্ন-৯ : আমাদের উপরে কুরআনুল কারীমের তাফসীর কিভাবে করা ওয়াজিব?

উত্তর : আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীম নাযিল করেছেন তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের) কল্বের উপরে, মানুষকে কুফর ও মূর্খতার অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোর পথে বের করে আনার জন্য। যেমন আল্লাহ বলেন,

الر، كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ- (إبراهيم ١-٢)-

(১) 'আলিফ-লাম-রা' (২) এই কিতাব যাকে আমরা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে আনেন, তাদের পালনকর্তার নির্দেশ মতে, মহা পরাক্রান্ত ও মহা প্রশংসিতের পথের দিকে' *(ইবরাহীম ১৪/১-২)*।

অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কুরআনের বিষয়বস্তু সমূহের ব্যাখ্যাকারী, খোলাছাকারী ও স্পষ্টকারী বানিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ- 'আর আমরা আপনার প্রতি স্মরণিকা নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে ব্যাখ্যা করে দেন যা তাদের উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*।

অতঃপর 'সুন্নাহ' এসেছে কুরআনের বিষয়বস্তুকে খোলাছাকারী ও ব্যাখ্যাকারী হিসাবে। যেটা আল্লাহ্র নিকট থেকে 'অহি' হিসাবে এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى- إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحَى- 'তিনি খেয়াল-খুশীমত কথা বলেন না'। 'এটি কিছুই নয় অহি ব্যতীত যা তাঁর নিকটে করা হয়' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَلاَ إِنِّىْ أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلاَ يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَقُوْلُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُّمْ فِيْهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُّمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ، وَإِنَّ مَاحَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ- رواه ابو داؤد-

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، إِلَى أَنْ قَالَ : فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ–

অনুবাদ : নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা জানেন যে, আপনি ও আপনার সাথী একটি দল রাত্রিতে ছালাতে দণ্ডায়মান হন প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বা অর্ধাংশ বা এক তৃতীয়াংশ ব্যাপী। আর আল্লাহ রাত্রি ও দিবসের পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকেন'। এখান থেকে বর্ণিত আয়াতাংশ পর্যন্ত فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ অর্থাৎ فَصَلُّوْا مَا تَيَسَّرَ لَكُمْ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ 'অতএব তোমরা ছালাত আদায় কর তোমাদের সহজ মত রাত্রির (নফল) ছালাত'। বিশেষ করে রাত্রির ছালাতে মুছল্লীর জন্য ক্বিরাআতের পরিমাণ কতটুকু হবে, আয়াতটি সে বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। বরং আল্লাহ এর দ্বারা উম্মতের জন্য সহজ করে দিয়েছেন যেন তারা তাদের সহজ মত সময় ধরে রাত্রির ছালাত আদায় করে। তাদের উপরে ওয়াজিব নয় এগারো রাক'আত পড়া, যা আপনারা জানেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পড়তেন।

বস্তুতঃ এটাই হ'ল আয়াতের অর্থ। আর এটাই হ'ল আরবী ভাষারীতি যে, অংশের দ্বারা সমষ্টির অর্থ নেওয়া হয়ে থাকে।[২৫]

অতএব আল্লাহ্র বাণী فَاقْرَءُوْا 'পাঠ কর' অর্থ فَصَلُّوْا 'ছালাত আদায় কর'। এখানে 'ছালাত' (الصلاة) হ'ল 'সমষ্টি' (الكل) এবং 'ক্বিরাআত' (القراءة) হ'ল 'অংশ' (الجزء)। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ 'তুমি ছালাত কায়েম কর সূর্য ঢলে পড়া হ'তে রাত্রির প্রথম অন্ধকার পর্যন্ত এবং ফজরের কুরআন' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৭৮)*। এখানে 'ফজরের কুরআন' (قُرْآنَ الْفَجْرِ) অর্থ 'ফজরের ছালাত'

---

২৫. যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ 'যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে তার দু'হাত যা অগ্রিম প্রেরণ করেছে' *(নাবা ৭৮/৪০)*। এখানে দু'হাত বলে 'ব্যক্তি'কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ দেহের একটি অংশের কথা উল্লেখ করে দেহধারী ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। -অনুবাদক]

www.ahlehadeethbd.org